১২-০৯-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যত সময় পাও প্রকৃত কামাই করো, চলতে ফিরতে, কর্ম করতে করতে বাবার স্মরণে থাকাই হলো প্রকৃত রোজগারের আধার, এতে কোনো পরিশ্রম নেই ।"

প্রশ্ন :- যেই বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা থাকবে তাদের চিহ্ন বলো ?

উত্তর :- যার মধ্যে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা থাকবে তার সব কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যাবে । চঞ্চলতা সমাপ্ত হয়ে যাবে । অবস্থা একরস হয়ে যাবে । তাদের ব্যবহারও সুন্দর হতে থাকবে ।

প্রশ্ন :- বুদ্ধিতে যদি শিববাবার যথার্থ স্মরণ না থাকে তাহলে তার রেজাল্ট কি হবে ?

উত্তর :- তখন কোনো না কোনো বিকর্ম অবশ্যই হয়ে যাবে । বুদ্ধিও এমন কাজ করবে না যে বুঝতে পারে, আমাদের দ্বারা কোনো বিকর্ম হয়ে যাচ্ছে । বাবার নির্দেশ না মানার কারণে ধোকা খেতে থাকবে ।
গীত :- অবশেষে সেই দিন এলো আজ.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের এই খাতির হয়ে গেছে যে বেহদের বাবা এসেছেন । কৃষ্ণকে বেহদের বাবা বলবে না । এই গীত তো এখানে যারা নাটক করে তারা বানিয়েছে । মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণের জন্য বলা হয় । বাবা বলেন, আমি তো তা হই না, বাচ্চারা তোমাদের পরিণত করি । তাই এই গানের থেকেও কিছু না কিছু ভালো অর্থ বের হয় । বেহদের বাবা অবশ্যই গরীবের ভগবান, যে ভারতকে তিনি বিত্তবান বানান, সেই ভারত এখন গরীব হয়ে গেছে । ভারতেই তাঁর জন্ম হয়, আর কোথাও তাঁর জন্মের গায়ন নেই । যদিও অনেকেই পুজো করে বা যে কোনো জাতির মধ্যে এই চিত্র আছে, কিন্তু জন্ম তো এখানেই হয়, তাই না । যেমন ক্রাইস্টের জন্ম অন্য কোথাও হয়েছিলো কিন্তু ছবি তো এখানেও আছে । তাই ভারতকে গড ফাদারের জন্মভূমি বলা হবে । মানুষ তো কিছুই বোঝে না । তারা তো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । আগে তোমরাও তা জানতে না । এখন তোমরা জানো, এই ভারত পতিত - পাবন, পরমপিতা পরমাত্মার জন্মভূমি । মানুষ ভাবে যে পরমাত্মা জন্ম - মরণের ঊর্ধ্বে । হ্যাঁ, মরণ থেকে অবশ্যই আলাদা বা পৃথক কেননা তাঁর তো নিজের শরীর নেই । বাকি জন্ম তো হয়ই । বাবা বলেন, আমি এসেছি, আমার জন্ম হলো দিব্য, অন্য মানুষরা তো গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নেয় আর ছোটো থেকে বড় হয় । আমি এমন হই না । হ্যাঁ, কৃষ্ণ তো মায়ের গর্ভেই জন্ম নেয় । ছোটো থেকে বড়ও হয় । প্রতি আত্মাই তার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্মগ্রহণ করে । এ হলো মনুষ্য মাত্রেরই কথা । মানুষই কাঙ্গাল আবার মানুষই মুকুটধারী হয় । ভারত সত্যযুগে ডবল মুকুটধারী ছিলো । পবিত্রতার নিদর্শন থাকে । পবিত্রতার মুকুট আর রতন জরির মুকুট তো ছিলো, তাই না । পবিত্রতা চলে যাওয়ার পরে একটিমাত্র মুকুট থাকে । একদিন তোমরা এই বিশ্বের মালিক ছিলে তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে একটি মুকুট চলে গেছে । তখন এক মুকুট ধারী হয়েছো । এ হলো জ্ঞানের কথা । পূজ্য থেকে পূজারী হওয়ার কারণে একটি মুকুট হারিয়ে গেছে । রাজারা পতিত হয়ে যায় আর অতীতে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীর যে পবিত্র রাজারা থাকে তাঁদের চিত্রের পুজো করতে থাকে । যাঁরা পবিত্র, পূজ্য ছিলো তারাই আবার পূজারী হয়ে গেছে । এঁদেরই ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হয় । যে ভারত কাল পূজ্য ছিলো, আজ তা এখন পূজারী হয়েছে । আবার এই পূজারী গরীব থেকে পূজ্য বিত্তবান হতে হবে । এখন তো

ভারত কত গরীব । কোথায় সেখানে স্বর্গের মহল ছিলো, মন্দিরেও কত হীরে জহরত লাগানো ছিলো । তাই তোমাদের এই মহল তো আরো সুন্দর করে নির্মাণ করতে হবে । এখন তো তোমরা কত গরীব । এখন তোমরা আবার গরীব থেকে পূজ্য বিত্তবান হতে চলেছো । বাচ্চারা, তোমাদেরই পুরুষার্থ করতে হবে । রোজই যুক্তি বলে দেওয়া হয় । যত সময় পাও, এই স্মরণের কামাই করতে হবে । এমন অনেক কাজ আছে যেখানে বুদ্ধি প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই । কিছু কাজে আবার বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় । তাই যখনই সময় পাও বা ঘুরতে ফিরতে যাও, বাবার স্মরণে থাকো । এই কামাই অনেক করতে হবে । এই হলো প্রকৃত কামাই । বাকি হলো অল্পকালের জন্য মিথ্যা কামাই । এই শিক্ষা তোমরা বাচ্চারা এখনই পাও ।

তোমরা জানো যে আমাদের বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে, এতে কোনো পরিশ্রম নেই । এখানে ঘর বাড়িও ত্যাগ করতে হয় না । কেবল বলা হয়, বাচ্চারা বিকারে যেও না । এই বিষয়েই বেশীরভাগ সময় ঝগড়া চলতে থাকে । আর সত্যযুগে এমন ঝগড়া থোড়াই হয় । ওখানে যা শোনানো হয় তাই সত্যি সত্যি করে চলে যায় । ঝগড়া এখানেই হয় । এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের বিঘ্ন অবশ্যই হবে । অবলাদের উপরও অত্যাচার হয় । যেমন দ্রৌপদীকে দেখানো হয় যে -- তিনি ডাকছেন, বাবা এরা আমাকে বস্ত্রহীন করছে, এদের থেকে বাঁচাও । বাবার তো এই জ্ঞান আছে যে কখনোই নগ্ন হওয়া উচিত নয় । যখন একরস অবস্থা প্রাপ্ত হবে, তখনই সব কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো না কোনো চঞ্চলতা চলতেই থাকবে । যতক্ষণ যতক্ষণ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা থাকবে ততক্ষণ বুদ্ধিতে এই খেয়াল থাকবে যে আমাদের সহযোগী হয়ে থাকতে হবে । বিলেতে অনেক বয়স্ক বাণপ্রস্থী থাকে । তারা ভাবে যে সন্তান নেই, পরে কে তাদের সম্পত্তির মালিক হবে, তাই পরে কাউকে সঙ্গী বানিয়ে নেয় । তারপর তাদের কিছু সম্পত্তি দিয়ে চলে যায় । তোমরা তো কাগজ পড় না, কাগজে এমন খবর অনেক আসে । বাচ্চারা, তোমাদের ওইসব পড়ার দরকার নেই । বাবা তো বলেন, কিছুই যদি না পড়, তাহলে আরো ভালো । যা কিছু পড়েছ, সব ভুলে যাও । বাবা আমাদের এমন পড়ান যে আমরা প্রকৃত কামাই করে এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাই । বাবা বলেন যে ....কোনো খারাপ কথা শুনবে না .....কোনো খারাপ জিনিস দেখবে না .....এ তোমাদেরই জন্য । এখন তোমরা বাচ্চারা মন্দিরের যোগ্য তৈরী হচ্ছো । তোমরা যখন জ্ঞানের সাগর বাবাকে পেয়েছো তখন তোমাদের তাঁর কথাই শুনতে হবে । অন্যের কথা তোমাদের শোনার দরকার কি ? মানুষ শিক্ষক বা গুরুর কাছে গেলে তারা কি কখনো এমন বলে যে, কাম বিকারে যেও না । তারা তো পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেয়ই না । কারোর বৈরাগ্য এলে তারা বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যায় । বাবা যিনি শিবাচার্য, তিনি জ্ঞানের কলস মায়েদের মাথায় রাখেন । বাকি এই পতিত দুনিয়ায় লক্ষ্মী কোথা থেকে আসবে । লক্ষ্মী - নারায়ণ তো সত্য যুগেই হয়, তাই না । এখন শিববাবা এনার দ্বারা তোমাদের বসে বোঝাচ্ছেন । শিবাচার্য উবাচঃ ব্রহ্মা মুখের দ্বারা -- তোমরা বরাবর স্বর্গের দ্বার খোলো তাহলে অবশ্যই তোমরা সেই স্বর্গের মালিক হবে । স্বর্গের দ্বার খোলো আর স্বর্গবাসী হওয়ার পুরুষার্থ করো । তোমাদের পুরুষার্থই হলো নরকবাসী মানুষদের স্বর্গবাসী বানানো । বাবাও তো এই সেবাই করেন -- পতিত থেকে পবিত্র করা ... তোমাদেরও এই কাজ আর বাবারও এই কাজ । আত্মাদের স্বর্গবাসী বানাও । স্বর্গের চাহিদা তো সকলেরই আছে । কেউ মারা গেলে মানুষ বলে যে অমুকে স্বর্গবাসী হলেন । তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে উনি যখন স্বর্গেই গেছেন তখন এই নরকে ব্রাহ্মণদের ডেকে খাওয়াও কেন । তাহলে তো এ অজ্ঞানের অন্ধকার হলো । তোমরা এখান থেকে সূক্ষ্ম বতনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াও কারণ তোমরা জানো যে এ হলো পবিত্র ভোজন । যারা মারা যায়

তারা থোড়াই পবিত্র ভোজন পায় । বলে যে, বাবা আমুকের ভোগ লাগাও – সে যেন পবিত্র ভোজন পায় । গায়ন আছে ....দেবতারাও ব্রহ্মা ভোজন পছন্দ করে । বরাবর তোমাদের আসর সূক্ষ্ম বতনেই বসে । এমন নয় যে ধ্যান খুবই ভালো । না, যোগকে ধ্যান বলা হয় না বা ধ্যানকে যোগ বলা হয় না । বাবা বলেন যে আমার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাও তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । বৈকুন্ঠে গিয়ে রাস বিলাস করে, সে কোনো কামাই নয় । মুরলী তো শুনতে পারে না । এই যোগ ইত্যাদি তো এই নাটকের নিয়ম অনুসারে এক রীতি রেওয়াজ । মানুষের রীতি রেওয়াজ আর সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের রীতি রেওয়াজে রাত দিনের ফারাক । তোমরা এখান থেকে সূক্ষ্ম – বতনে গিয়ে খাওয়াও । এই বিষয় যতক্ষণ না নতুনরা বুঝতে পারবে ততক্ষণ সংশয় উঠতে থাকবে । তোমরা যখন বলো নাটকের নিয়ম অনুযায়ী এর ভাগ্যে নেই তখন সংশয় হয় আর তারা চলে যায় । কোনো চিন্তার কথা নয়, ওদের ভাগ্যে নেই । প্রথম কথাই ভুলে যায় যে আমাদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । যে কোনো বিষয়েই সংশয় বুদ্ধি হয়ে পড়ে । আরে, আমাদের কাজ তো এই আশীর্বাদী বর্সার সাথে । এই পড়া তাহলে কেন ছাড়বো । মুরলী তো শুনতেই হবে, তাই না । নিরাকার বাবা তোমাদের নির্দেশ কেমন করে দেবেন, তাঁর তো অবশ্যই মুখের প্রয়োজন । ব্রহ্মা মুখের দ্বারা অথবা ব্রহ্মাকুমার – কুমারীদের থেকেই তো শুনতে হবে । কেউ আবার বাইরে দূরেও চলে যায় । সেখানে মুরলীও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে বাবা বলেন, চিন্তার কিছু নেই । তোমরা বাবার স্মরণে থাকো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো । এ হলো বাবারই শ্রীমত যা তোমরা পেয়েছো । যেখানেই থাকো তোমরা লড়াইয়ের ময়দানে আছো ।

বাবা মিলিটারীর লোকেদেরও বোঝান যে তোমাদের ওই কাজ তো করতেই হবে, এ তো তোমাদের কাজ । শহরকেও রক্ষা করতে হবে । তোমরা সেলারিও নিয়ে থাকো আর যেহেতু তোমরা চুক্তিবদ্ধ তাই তোমাদের দেশের রক্ষা তো করতেই হবে । তোমাদের বুদ্ধিতে লক্ষ্য তো আছেই । বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তিনি বলেন যে বাচ্চারা, তোমরা যদি আমার স্মরণে থাকো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । শিববাবাকে স্মরণে রেখে যদি তোমরা খাও, তাহলে যে কোনো খাবার পবিত্র হয়ে যাবে । যতটা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে । নানা অসুবিধার সময়েও বাবাকে স্মরণ করে খাও । এতেই তো পরিশ্রম । জ্ঞানকে যুদ্ধ বলা হয় না, বাবাকে স্মরণ করতেই যুদ্ধ হয় । আর এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ হয় ।তখন মায়ার চড় লাগবে না । দেহ – অভিমানীও হবে না । তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো । তোমরা শরীরকে স্মরণ করো, আত্মাকে ভুলে গেছো । তাই জিজ্ঞেস করা হয়, আত্মার বাবা কে, তাকে কি তোমরা জানো ? তাঁর নাম, রূপ, দেশ এবং কাল লেখো । তাতেও এক একজন বিভিন্ন রকম লিখতে থাকে । কেউ লেখে আত্মার বাবা হনুমান, কেউ আবার অন্যকিছু লেখে, মানুষ কত অজ্ঞান । তখন আবার বোঝানো হয় আত্মা তো নিরাকার । তোমাদের গুরু তো সাকার । নিরাকারের বাবা সাকার কেমন করে হবে । এই বোঝানোর ওপর সমস্ত কিছু নির্ভর করে আর সাথে ব্যবহারও সুন্দর হওয়া চাই । অনেকেই ভালো ভালো কথা বলে । অন্যের এই তীর খুব ভালোভাবে লেগে যায় । কিন্তু নিজেদের এই ব্যবহার ভালো না হওয়ার কারণে উন্নতি হয় না । স্মরণ খুব ভালো হওয়া চাই । কেউ কেউ তো জ্ঞান খুব ভালো করে শোনাতে পারে, কিন্তু যোগ কিছুই করে না । এমন নয় যে যোগ ছাড়া জ্ঞানের ধারণা কিছুই হয় না । ধারণা তো হয়েই যায় । ভাবো, কাউকে হিস্ট্রি – জিওগ্রাফী শোনালে, সেই কথা তো চট্ করে বুদ্ধিতে বসে যায় । বাবার স্মরণ কিছুই বুদ্ধিতে থাকে না । মাংস – মদও খেতে থাকে । এ তো এক কাহিনী যা মনে পড়া খুবই সহজ । হিস্ট্রি – জিওগ্রাফী তো বুদ্ধিতে এসেই যায় । এ কথা স্মরণেরই নয় ।

পবিত্রতারও কথা নয় । এমন অনেকেই আছে । শিববাবাকে স্মরণ না করলে বিকর্ম তো বিনাশ হবে না । আরো বেশী করে বিকর্ম করতে থাকে । এ যে বিকর্ম তাই বুদ্ধিতে আসে না । বাবার আদেশ না মানা, এ তো বড় পাপ । শিববাবার নির্দেশ হলো - এই করো । তাঁর নির্দেশ না মানলে অনেক বড় ধোকা খেয়ে যাবে । বাকি হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি শোনানো তো খুবই সহজ । বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা স্কুলে গিয়েও বোঝাতে পারো । এ তোমরা হদের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী পড়ছো । বেহদ সম্বন্ধে তো তোমরা পড়াশোনা করো না । তোমরা বলো যে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য কোথায় গেলো ? সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্য যা চলেছিলো, তা আবার কোথায় গেলো ? তাঁদের রাজ্য কে ছিনিয়ে নিলো ? কারা পড়াশোনা করেছিলো ? তোমরা বাচ্চারাই জানো যে এই চক্র কিভাবে ঘোরে । এই কথা যাকেই বোঝাও না কেন ৭ দিনেই বুদ্ধিতে এসে যাবে । কিন্তু ব্যবহারই ঠিক নেই । এমন নয় যে বিকারে গেলেই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী সব ভুলে যাবে । সমস্ত বিষয় যোগেই মুখ্য । আর এই যোগেই মায়া ধোকা দেয় । তোমাদের এখানেই সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে । কোনো প্রতিজ্ঞা করেও রাখতে পারো না । মায়া তো খুবই প্রবল । বাবাকে সম্পূর্ণ স্মরণ করো না তাই বিকর্মও বিনাশ হয় না আরো ডবল বিকর্ম করতে থাকো । তারা জানতেও পারে না আর বললেও বোঝে না ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা গরীবের ভগবান, তিনি দয়ালু । প্রধানত বাচ্চারা তোমাদের আর বাকি সবাইকে বাবা বোঝাতে থাকেন । আমরাই বিশেষ করে সুখধামে যাই । বাকি সবাই সাধারণত মুক্তিধামে যায় । সত্যযুগে বরাবর এই লক্ষ্মী - নারায়ণেরই রাজত্ব ছিলো -- তারপর চন্দ্রবংশী, তার ও পরে ইসলামী, বৌদ্ধ ইত্যাদি এসেছিলো তাই আদি সনাতন ধর্ম হারিয়ে গেছে । কলকাতায় বটের ঝাড় দেখো, কোনো গোড়াই নেই অথচ সম্পূর্ণ ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে । এও তেমনই । আবার নতুন করে স্থাপনা হচ্ছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন করে পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় । বাবা এবং বর্সাকে স্মরণ করতে হবে ।

২) এক বাবার থেকেই শুনতে হবে, বাকি যা পড়েছ সব ভুলে যেতে হবে । খারাপ জিনিস শুনবে না, খারাপ জিনিস দেখবে না, কোনো খারাপ কথা বলবে না .....।

বরদান :- কি, কেন, এমন বা অমন এমন সমস্ত প্রশ্নের ঊর্ধ্বে উঠে সদা প্রসন্নচিত্ত হও ।

যে প্রসন্নচিত্ত আত্মা সে নিজের সম্বন্ধে বা সর্ব সম্বন্ধে, প্রকৃতির সম্বন্ধে, যে কোনো সময়, যে কোনো বিষয়ে সংকল্প মাত্রেও প্রশ্ন তুলবে না । এটা এমন কেন বা এ কি হচ্ছে, এমনও কি হয় ? প্রসন্নচিত্ত আত্মাদের সংকল্পে সব কর্ম করার সময়, দেখা বা শোনার সময় বা চিন্তা করার সময় এই কথাই থাকে যে যা হচ্ছে তা আমার জন্য ভালো আর সবসময় ভালোই হবে । তারা কখনোই কি , কেন, এমন বা অমন এইসব প্রশ্নের বিভ্রান্তিতে যায় না ।

স্লোগান :- নিজেকে অতিথি মনে করে কর্ম করতে পারলে মহান আর মহিমা যোগ্য হতে পারবে ।